ভট্টিবিরচিতে ভট্টিকাব্যম্

ভট্টিকাব্যম্

[প্রথমঃ সর্গঃ]

অবতরণিকা, মূল, অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, বাচ্যান্তর, টীকা, ব্যাকরণ, বাংলায় আলোচনা, সংস্কৃত আলোচনম্, সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর (সংস্কৃতে), সংক্ষিপ্ত রচনাধর্মী প্রশ্ন ও উত্তর (সংস্কৃতে), রচনাধর্মী প্রশ্ন ও উত্তর (সংস্কৃতে), ব্যাখ্যা (সংস্কৃতে) এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন সংকলন সহ

অধ্যাপক ডঃ উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এম. এ. (সংস্কৃত ও বাংলা), পি-এইচ্. ডি., কাব্যতীর্থ,
কৃত্যতীর্থ, বিদ্যাতীর্থ, কাব্যরত্ন, সাহিত্যমহাচার্য্য।
রিডার বেহালা কলেজ পর্ণশ্রী, প্রাক্তন অধ্যাপক আসানসোল বি. বি. কলেজ,
অতিথি অধ্যাপক বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়,
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, মেদিনীপুর কলেজ, মেদিনীপুর গার্লস্ কলেজ,
সবং মহাবিদ্যালয়, বেহালা গার্লস্ কলেজ, ডায়মণ্ডহারবার মহিলা
বিশ্ববিদ্যালয় ও কলকাতা সংস্কৃত কলেজ।

মিনার্ভা লাইব্রেরী

(স্থাপিত ঃ ২০১৯ খ্রীঃ)

পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা

শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩

ফোন ঃ ৯৪৩৩৭৯৮৪২১

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা

অবতরণিকা

ভট্টিকাব্যের প্রথম সর্গের সংক্ষিপ্তসার ঃ	→	৯
কবির পরিচয় ও কাল ঃ	→	১০
মহাকাব্য হিসাবে ভট্টিকাব্যের স্বরূপ ঃ	→	১৩
শাস্ত্রকাব্যের ধারায় ভট্টিকাব্য ঃ	→	১৯
পণ্ডিত কবি ভট্টি ঃ	→	২১

ভট্টিকাব্যম্ (প্রথমঃ সর্গঃ)

মূল, অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, বাচ্যান্তর, টীকা, ব্যাকরণ, বাংলায় আলোচনা, সংস্কৃত আলোচনম্,	→	২৩
সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর (সংস্কৃতে)	→	৭১
রচনাধর্মী প্রশ্ন ও উত্তর (সংস্কৃতে)	→	৭৭
প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর—(সপ্রসঙ্গং ব্যাখ্যায়তাম্)	→	৮৪
অভূন্নৃপো বিবুধসখঃ .... জনকমুপাগমৎ স্বয়ম্।।১।।	→	৮৪
বসূনি তোয়ং .... সর্বেষুভৃতাং নিরাস্থৎ।।৩।।	→	৮৫
পুণ্যো মহাব্রহ্মসমূহজুষ্টঃ ...... বহ্নিরভিপ্রণীতঃ।।৪।।	→	৮৬
স পুণ্যকীর্ত্তিঃ শতমন্যুকল্পো ...... ব্রহ্মভিরিদ্ধবোধৈঃ।।৫।।	→	৮৭
নির্মাণদক্ষস্য সমীহিতেষু .... পুরং মঘোনঃ।।৬।।	→	৮৮
অথবা, নির্মাণদক্ষস্য সমীহিতেষু .... পুরং মঘোনঃ।।৬।।	→	৮৯
সদ্রত্নমুক্তাফলবজ্রভাঞ্জি .... গৃহাণি যস্যাম্।।৭।।	→	৯০
রক্ষাংসি বেদিং .... বরেণ্যো নৃপতেরমাসীৎ।।১২।।	→	৯১
নিষ্ঠাং গতে .... চতুরঃ সুপুত্রান্।১৩।।	→	৯২
আর্চীদ্ দ্বিজাতীন্ .... যমিনাং বরিষ্ঠঃ।।১৫।।	→	৯৩
বেদোঽঙ্গবাংস্তৈরখিলোঽধ্যগায়ি .... গুণিনোঽধ্যবাৎসুঃ।।১৬।।	→	৯৪
ময়া ত্বমাপৃথা .... প্রহিণু স্বসূনুম্।।২০।।	→	৯৫
ইষুমতি রঘুসিংহে .... রুদন্ মাঙ্গলিক্যঃ।।২৬।।	→	৯৬

ভট্টিকাব্যম্

প্রথমঃ সর্গঃ

ভট্টিকাব্যের প্রথম সর্গের সংক্ষিপ্তসার ঃ

মহাকবি ভট্টি শ্রীরামচন্দ্রের জীবনের প্রথম ভাগের কথা অবলম্বন করে ভট্টিকাব্যম্ নামক মহাকাব্য রচনা করেন। কবি ভর্তৃহরি, ভট্টস্বামী, ভর্তৃস্বামী বা স্বামিভট্ট নামেও পরিচিত ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম থেকে রাবণবধ পর্য্যন্ত আখ্যান ২২টি সর্গে কবি বর্ণনা করেছেন। এজন্য কাব্যটি 'রাবণবধমহাকাব্যম্' নামেও পরিচিত।

কাব্যটির প্রথম সর্গের মূল আলোচ্য বিষয় দশরথের পুত্র রামরূপে ভগবান বিষ্ণুর জন্মগ্রহণ। এজন্য সর্গটির নামকরণ হয়েছে শ্রীরামসম্ভবঃ।

অযোধ্যার রঘুবংশীয় রাজা দশরথ অনন্যসাধারণ গুণমণ্ডিত ছিলেন। তিনি স্বর্গের দেবতাদের এবং দেবরাজ ইন্দ্রের বন্ধু ছিলেন। রাবণাদি বধ করে পৃথিবীর হিতসাধনের জন্য ভগবান বিষ্ণু যখন জগতে আগমন করবেন বলে ঠিক করলেন, তখন অশেষগুণযুক্ত দশরথের পুত্রত্ব স্বীকার করলেন। চারবেদে নিষ্ণাত এই রাজা যজ্ঞাদির দ্বারা দেবগণের এবং শ্রাদ্ধাদির দ্বারা পিতৃগণের অর্চনা করতেন এবং অরিষড়্বর্গকে জয় করে প্রমাদহীন ভাবে রাজকার্য্য পরিচালনা করতেন। প্রজাদের মঙ্গলের জন্য নিঃশেষে ধনসম্পদ বিতরণ করতেন এবং ইন্দ্রের সঙ্গে একাসনে উপবেশন করতেন। ইনি ছিলেন মহাদেবের উপাসক। কুলগুরু বশিষ্ঠাদি ঋষিরা তাঁকে বেষ্টন করে অবস্থান করতেন। তাঁর রাজধানী অযোধ্যা সুউচ্চ গৃহ ও মণিরত্নসমূহের দ্বারা এমনভাবে ভূষিত ছিল যে মনে হত ইন্দ্রের অমরাবতীকেও যেন পরিহাস করছে। রাজা কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা নামক তিন মহিষীর প্রতি সমান অনুরাগ প্রদর্শন করতেন। বৃদ্ধ বয়সেও পুত্র না হওয়ায় বিভাণ্ডক মুনির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে দিয়ে তিনি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করার জন্য মনস্থির করেন। এজন্য অনিচ্ছুক ঋষিকে বারাঙ্গনাদের দ্বারা ভুলিয়ে নিজের রাজ্যে নিয়ে আসেন। ঋষ্যশৃঙ্গ যজ্ঞ করার আগে ভূতাপসারণ মন্ত্রের দ্বারা অশুভ শক্তিকে বিতাড়িত করে সাঙ্গ যাগ সমাপ্ত করলেন এবং বিষ্ণুর কাছে রাজার জন্য বর প্রার্থনা